শৈলকুপায় পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে সাংবাদিকের জমি দখলের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার হাটফাজিলপুর এলাকায় উচ্চ আদালতের নিষেধাজ্ঞা ও আইনি নির্দেশ অমান্য করে এক সাংবাদিকের কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি জবরদখল ও পাকা স্থাপনা নির্মাণের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবল সাজ্জাদুল ইসলাম মামুন ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠলেও প্রতিকার চেয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কুল পাচ্ছে না ভুক্তভোগী সাংবাদিক শামিম।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে কর্মরত কনস্টেবল মামুন বিগত খুলনার কুখ্যাত অপরাধী এরশাদ শিকদারের একান্ত সহযোগী এবং আবাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম ভুণ্ডুলের ছেলে। ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে তিনি এই সম্পত্তি জবরদখল করছেন বলে অভিযোগ।

দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি শামীমুল ইসলাম শামীম জানান, ১৬৯ নম্বর হাটফাজিলপুর মৌজার এসএ ৩০৭৯ এবং আরএস ৪৯১০ দাগে মোট ৪৬ শতাংশ জমির মধ্যে ৩১ শতাংশ জমির বৈধ মালিক তিনি। তার পিতা দলিল মূলে এই সম্পত্তির মালিকানা দিয়ে গেছেন। ফলে জমির রেকর্ড, নামজারি, খাজনা দাখিলা, ডিজিটাল ম্যাপ এবং দেওয়ানি ৭০/২০০০ নম্বর মামলার রায় ও ডিক্রিসহ সমস্ত আইনি কাগজপত্র তার পক্ষেই রয়েছে। পৈতৃক সূত্র ও ভোগদখল সূত্রে ওই জমিতে মেহগনি, আমসহ বিভিন্ন ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে ভোগ করে আসছেন।

ঝিনাইদহ পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে, জমির মালিকানা নিয়ে শামীমের সৎ ভাইয়েরা শৈলকুপা সিনিয়র সিভিল জজ আদালতে দেওয়ানি ৭০/২০০০ নম্বর মামলা দায়ের করেছিলেন। দীর্ঘ আইনি লড়াই শেষে ২০১৯ সালে আদালত সাংবাদিক শামীমের পক্ষেই রায় ও ডিক্রি প্রদান করেন।

এই রায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আপিল করেন, যা বর্তমানে বিচারাধীন। মামলা চলমান ও উচ্চ আদালতের স্পষ্ট ‘স্টে অর্ডার’ (নিষেধাজ্ঞা) থাকা সত্ত্বেও বিচারিক কার্যক্রম ও

আইনের তোয়াক্কা না করে পুলিশ কনস্টেবল মামুন ও তার দুই ভাই নোমান ও সোহান মিলে প্রায় তিন কোটি টাকার ওই সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করে গত ৬ নভেম্বর থেকে পাকা স্থাপনা নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন এবং এখনো অব্যাহত আছে।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্যের ঘটনায় ভুক্তভোগী সাংবাদিক শামীম ঝিনাইদহ বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৭/১১৭ (গ) ধারায় মামলা দায়ের করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ পুলিশে চাকরী করায় আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে নির্মাণকাজ অব্যাহত রেখেন।

এ বিষয়ে পুলিশ কনষ্টেবল সাজ্জাদুল ইসলাম মামুনের মুঠোফেন একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। তবে তার আরেক ভাই নাইমুল ইসলাম নোমান জানান, উক্ত জমি নিয়ে মামলা চলমান থাকলেও কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তারা কারো জমি দখল করছেন না। তারা তাদের জমিতেই ভবন তুলছেন। তাছাড়া তার চাচা শামীমের সঙ্গে সমঝোতা করার একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও তিনি তা মানছেন না।

বিষয়টি নিয়ে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ন কবীর মোল্লা মঙ্গলবার জানান, সাংবাদিক শামীমুল ইসলামের একটি লিখিত অভিযোগ থানায় এসেছে। নালিশি জমিতে জবরদখল ও নিষেধাজ্ঞা অমান্যের বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নামের আড়ালে লুকিয়ে আছে ইতিহাস ও ঐতিহ্য

নবগঙ্গার তীরে ঝিনুকের প্রাচুর্য, লোককথা ও জনপদের বিবর্তনে গড়ে উঠেছে ঝিনাইদহের নাম ও পরিচয় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী জনপদ ঝিনাইদহ।

ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ এ জেলার নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনি। ‘ঝিনুকদহ’ থেকে ‘ঝিনাইদহ’ নামের উৎপত্তি এমন একটি জনশ্রুতি দীর্ঘদিন ধরে

স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত।

জেলার নামকরণের পেছনে নদী, ঝিনুক এবং প্রাচীন জনবসতির যে সম্পর্কের কথা বলা হয়, তা এ অঞ্চলের অতীত জীবনযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে।

ঝিনুকদহ নামের উৎপত্তি-

প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে, একসময় বর্তমান ঝিনাইদহ শহর ও এর আশপাশের অঞ্চল নবগঙ্গা নদীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিল। নদী ও বিভিন্ন জলাশয়ে প্রচুর ঝিনুক পাওয়া যেত। স্থানীয় মানুষ এসব ঝিনুক সংগ্রহ করতেন। ঝিনুক থেকে মুক্তা আহরণ এবং ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরির কাজও এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল বলে কথিত রয়েছে।

ঝিনুক সংগ্রহ ও ব্যবসাকে কেন্দ্র করে একসময় এখানে জনসমাগম এবং ব্যবসায়িক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পায়। ঝিনুকের প্রাচুর্যের কারণে এ জনপদের নাম হয় ‘ঝিনুকদহ’। পরবর্তী সময়ে মানুষের মুখে মুখে উচ্চারণের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ‘ঝিনুকদহ’ নামটি ‘ঝিনাইদহ’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

নামকরণের এই ব্যাখ্যাটি ঝিনাইদহের সবচেয়ে প্রচলিত জনশ্রুতি হিসেবে পরিচিত। তবে এর সুনির্দিষ্ট উৎপত্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত ঐতিহাসিক দলিলের সন্ধান সীমিত।

ইংরেজ সাহেবকে ঘিরে আরেকটি লোককাহিনি

ঝিনাইদহের নামকরণ নিয়ে আরও একটি মজার লোককাহিনি প্রচলিত রয়েছে। কথিত আছে, এক ইংরেজ সাহেব নৌকাযোগে নবগঙ্গা নদী পার হচ্ছিলেন। নদীর তীরে তখন স্থানীয় লোকজন ঝিনুক সংগ্রহ করছিলেন।

সাহেব তাঁদের কাছে জায়গাটির নাম জানতে চাইলে ভাষাগত সমস্যার কারণে স্থানীয় মানুষ প্রশ্নটি সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। তাঁরা মনে করেছিলেন, সাহেব জানতে চাইছেন তাঁরা নদী থেকে কী সংগ্রহ করছেন। উত্তরে তাঁরা ‘ঝিনুক’ বা স্থানীয় উচ্চারণে ‘ঝিনেই’ শব্দটি বলেন।

ইংরেজ সাহেব সেই শব্দকেই স্থানটির নাম মনে করেন। পরবর্তী সময়ে শব্দটির উচ্চারণ ও রূপান্তরের মাধ্যমে ‘ঝিনেদা’ এবং ‘ঝিনাইদহ’ নামের প্রচলন ঘটে বলে লোককাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে।

এ কাহিনির ঐতিহাসিক সত্যতা নিশ্চিত নয়। তবে এটি ঝিনাইদহের

স্থানীয় লোকজ ইতিহাসের একটি আকর্ষণীয় অংশ।
নবগঙ্গা নদী ও প্রাচীন জনপদ-

ঝিনাইদহের ইতিহাসে নবগঙ্গা নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। নদীকে কেন্দ্র করেই একসময় এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, কৃষিকাজ, ব্যবসা- বাণিজ্য ও যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

নদীপথে পণ্য পরিবহন এবং জলাশয়কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এ অঞ্চলের জনবসতি বিস্তারে ভূমিকা রেখেছিল বলে ধারণা করা হয়। ঝিনুক সংগ্রহের জনশ্রুতিও এই নদীকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত।

সময়ের পরিবর্তনে নদীর প্রবাহ, জনবসতি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নানা পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু নবগঙ্গা নদী আজও ঝিনাইদহের ইতিহাস ও পরিচয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

ঝিনাইদহের নাম ও আঞ্চলিক পরিচয়-

ঝিনাইদহ জেলার নামের পাশাপাশি ‘ঝিনেদা’ নামটিও স্থানীয়ভাবে ব্যাপক পরিচিত। অনেকেই কথ্য ভাষায় ঝিনাইদহকে ঝিনেদা বলে থাকেন। এ নামের ব্যবহার জেলার আঞ্চলিক পরিচয় ও ভাষাগত ঐতিহ্যের প্রতিফলন। স্থানীয় ভাষা, মানুষের জীবনধারা এবং প্রাচীন জনপদের নামের বিবর্তন একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে ধারণ করে। ঝিনাইদহের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়।

প্রশাসনিক ইতিহাসে ঝিনাইদহ-
ঝিনাইদহের প্রশাসনিক ইতিহাসও বেশ সমৃদ্ধ। ব্রিটিশ শাসনামলে এ অঞ্চলের প্রশাসনিক গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৮৬২ সালে ঝিনাইদহ মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে প্রচলিত সরকারি ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

পরবর্তীতে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে জেলার ছয়টি উপজেলা ঝিনাইদহ সদর, শৈলকুপা, হরিণাকুণ্ডু, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর নিয়ে গঠিত এ জেলা।

ইতিহাস সংরক্ষণে প্রয়োজন আরও গবেষণা-

ঝিনাইদহের নামকরণের ইতিহাস নিয়ে প্রচলিত জনশ্রুতিগুলো এ অঞ্চলের

মানুষের ঐতিহ্য ও স্মৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে এসব কাহিনির পাশাপাশি ঐতিহাসিক দলিল, পুরোনো মানচিত্র, ভূমি রেকর্ড, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং স্থানীয় প্রবীণদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আরও গভীর গবেষণা প্রয়োজন।

বিশেষ করে ‘ঝিনুকদহ’ নামের প্রাচীন ব্যবহার, নবগঙ্গা নদীর তীরবর্তী ঝিনুক ব্যবসা এবং নামের ভাষাগত বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করা হলে ঝিনাইদহের ইতিহাস আরও সুস্পষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে জেলার ইতিহাস সংরক্ষণে স্থানীয় ইতিহাসবিদ, গবেষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং জেলা প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ঝিনাইদহের নাম শুধু একটি জেলার পরিচয় নয়; এর সঙ্গে মিশে রয়েছে নদী, প্রকৃতি, মানুষের জীবনসংগ্রাম, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং লোকজ ঐতিহ্যের স্মৃতি। ‘ঝিনুকদহ’ থেকে ‘ঝিনাইদহ’ নামের উৎপত্তির প্রচলিত কাহিনি এ জনপদের অতীতকে জানার একটি আকর্ষণীয় জানালা।

ইতিহাসের প্রতিটি জনশ্রুতির পেছনে সত্যের অনুসন্ধান যেমন জরুরি, তেমনি স্থানীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করাও আমাদের দায়িত্ব।

ঝিনাইদহের নামকরণের ইতিহাসকে আরও গবেষণাভিত্তিক ও প্রামাণ্যভাবে তুলে ধরতে পারলে নতুন প্রজন্ম নিজেদের শিকড় সম্পর্কে আরও সমৃদ্ধ ধারণা লাভ করতে পারবে।

লেখক: সাংবাদিক ও লেখক।

ঝিনাইদহে স্বেচ্ছাসেবক দলের পরিচ্ছন্নতা অভিযান

ঝিনাইদহে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল। রোববার (৮ নভেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ অভিযান প্ররিচালোনা করা হয়।

অভিযানকালে হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ সময় পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তারা।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রুহুল আমিন পিকুল, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলামসহসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সুন্দর রাখার পাশাপাশি জনসচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন নেতাকর্মীরা।

চিকিৎসাকেন্দ্রিক নয়, প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য উন্নয়নকেন্দ্রিক হবে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে চিকিৎসাকেন্দ্রিক থেকে প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য উন্নয়নকেন্দ্রিক করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী ডা. এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার।

রোববার (৮ নভেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি।

তিনি বলেন, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সারাদেশে নতুন করে ১ লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিটি সেন্টারের অধীনে তিনটি

করে সুস্বাস্থ্যের হাব তৈরি করা হবে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী আরও বলেন, বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। তিনি জানান, সারাদেশে স্বাস্থ্য খাতে নতুন অবকাঠামো ও হাসপাতাল ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। এসব উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা আরও সহজলভ্য ও উন্নত হবে।

মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খাঁন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু, সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা: মোস্তাফিজুর রহমানসহ চিকিৎসরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ভ্যান চালক নিহত, আহত ১

ঝিনাইদহের মহেশপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেছে একটি ভ্যান। এ ঘটনায় ভ্যানচালক বদিয়ার রহমান (৫০) নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী আফ্রিদি হাসান (২৮)।

রোববার (৮ নভেম্বর) সকালে মহেশপুর-জীবননগর-কোটচাঁদপুর সড়কের কাটাখালি নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, সকালে নওদাগ্রাম থেকে যাত্রী নিয়ে মহেশপুরের কাটাখালি এলাকায় যান ভ্যানচালক বদিয়ার রহমান। পরে ভ্যানটি সড়কের পাশে রেখে টাকা ভাঙতি করে আবার ভ্যানের কাছে ফিরছিলেন তিনি। এ সময় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল সজোরে ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে

ভ্যানটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান বদিয়ার রহমান।

নিহত বদিয়ার রহমান মহেশপুর উপজেলার নওদাগ্রাম গ্রামের মৃত আব্দুল আলিমের ছেলে। অপরদিকে আহত মোটরসাইকেল আরোহী আফ্রিদি হাসান কোটচাঁদপুর উপজেলার কাগমারী গ্রামের মোগবুল হোসেনের ছেলে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে যশোর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে পুলিশ দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল, ভ্যান ও মরদেহ উদ্ধার করে মহেশপুর থানায় নিয়ে যায়।

মহেশপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) টিপু সুলতান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি কোটচাঁদপুর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা মরদেহ উদ্ধার করে রেখেছেন। আহত মোটরসাইকেল আরোহীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানানো সম্ভব হবে।

ঝিনাইদহে জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন

‘করবো সমবায়, গড়বো দেশ;সবার আগে বাংলাদেশ’ এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে ৫৫ তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হয়েছে।

রবিবার (৮ নভেম্বর) সকালে জেলা প্রশাসন ও সমবায় বিভাগের আয়োজনে জেলা কালেক্টরেট চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়, র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে দিনব্যাপী সমবায় মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় ব্যাংকের পরিচালক ও জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সভাপতি ও ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনার

সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বিমেষ অতিথি হিসেবে জেলা সমবায় কর্মকর্তা তানভীর আহমেদ, সমবায় ব্যাংকের সভাপতি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোসফেকুর রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সদর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা শামীমা নাসরিনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, দেশের টেকসই উন্নয়ন ও স্বনির্ভতা অর্জনে সমবায় আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই এজন্য সমবায় আন্দোলনকে আরও গতিশীল করতে হবে। পাশাপাশি সমবায় সমিতিগুলোতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তারা।

ঝিনাইদহে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

শনিবার (৭নভেম্বর) সকালে শহরের পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খাঁন। জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে পুলিশ সুপার মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাসান, জেলা পরিষদের প্রশাসক এডভোকেট আব্দুল মজিদ বক্তব্য রাখেন ।

এছাড়া ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি প্রভাষক শাখাওয়াত হোসেন, জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ও ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. কামাল আজাদ পান্নু, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল

মাখনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সেসময় প্রধান অতিথি, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে জাতীয় ঐক্য, গণতন্ত্র ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে ব্যতিক্রমী পাঠশালা; মাঠেই তাদের পাঠশালা, কৃষাণ-কৃষাণীরাই শিক্ষার্থী

ঝিনাইদহে ব্যতিক্রমী পাঠশালা ‘মাঠই তাদের শ্রেণিকক্ষ, কৃষাণ-কৃষাণীরাই শিক্ষার্থী।’ হাতে বই-খাতা, চোখেমুখে নতুন কিছু শেখার আগ্রহ। কেউ শিখছেন নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের কৌশল, কেউবা পুষ্টিবাগান গড়ে তোলার পদ্ধতি।

আবার কেউ শিখছেন অল্প খরচে অধিক ফলন পাওয়ার আধুনিক প্রযুক্তি। এমনই ব্যতিক্রমী আয়োজন‘পার্টনার ফিল্ড স্কুল’। যেখানে প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো নেই চার দেয়ালের শ্রেণিকক্ষ,নেই বয়সের কোনো বাধা। অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন জ্ঞানের সমন্বয়ে কৃষিকে আরও আধুনিক,পুষ্টিসমৃদ্ধ ও পরিবেশবান্ধব করে তুলতেই এ উদ্যোগ।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউনিয়নের বানিয়াকান্দর গ্রামে এমন আয়োজন করে সদর উপজেলা কৃষি অফিস। এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো.মাসুদ রানা,পাগলাকানায় ইউনিয়নের বানিয়াকান্দর ব্লকের উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা শাহানারা খাতুন, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন বয়সী প্রান্তিক কৃষক ও কৃষাণীরা। পাঠদানের পাশাপাশি চলে প্রশ্নোত্তর,আলোচনা ও হাতে-কলমে শেখার কার্যক্রম। প্রশিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কৃষক-কৃষাণীরা তুলে ধরেন নিজেদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। ভুল হলে সংশোধন,আর সঠিক উত্তরে বাড়ে শেখার আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস।

সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানের মেলবন্ধনে বদলে যাচ্ছে চাষাবাদের ধরন, তৈরি হচ্ছে পুষ্টি ও সমৃদ্ধির নতুন সম্ভাবনা।

ঝিনাইদহে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস উদযাপন

ঝিনাইদহে জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস উদযাপন করা হয়েছে। সিভিল সার্জন অফিস ও সদর হাসপাতালের আয়োজনে সোমবার সকালে হাসপাতাল চত্বরে রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়।

হাসপাতালে কর্মকর্তা-কর্মচারী, ম্যাটস শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। পরে হাসপাতালের সম্মেলন কক্ষে হয় আলোচনা সভা।

সিভিল সার্জন ডা: কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাছান, সদর হাসপাতালের তত্বাবধায় ডা: মোস্তাফিজুর রহমান, সিভিল সাজর্ন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহমান।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, রক্তদান একটি মহৎ মানবিক কাজ। একজন মানুষের স্বেচ্ছায় রক্তদান অন্য একজনের জীবন বাঁচাতে পারে। পাশাপাশি মরণোত্তর চক্ষুদানের মাধ্যমে মৃত্যুর পরও অন্যের পৃথিবী দেখার সুযোগ তৈরি করা সম্ভব।

এ বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা।

[redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted]’

[redacted] [redacted] [redacted] [